unesco

Department of MSME&T
Government of West Bengal

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

বাংলার লোকবাদ্য

> নিজের বাদ্যযন্ত্রগুলির তার লাগানো আর খোলায় বহু দিন কেটেছে আমার, তখন মনে আসা গানগুলি না গাওয়া থেকে গেছে।
>
> – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

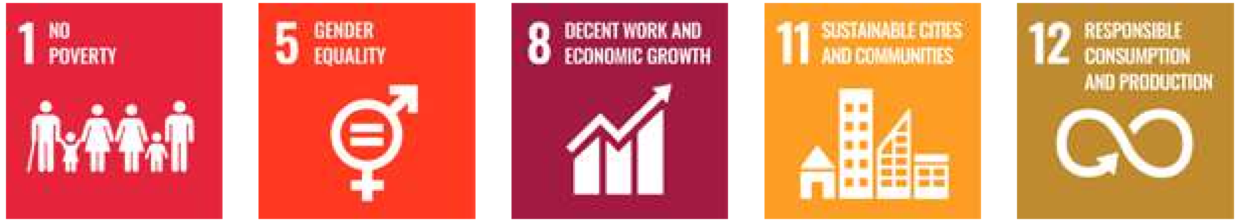

পশ্চিমবঙ্গের লোকগানের বাদ্যযন্ত্র

লোকগানের এক রত্নভাণ্ডার পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে আছে লোকসংগীতের বহু ধারা এবং লোকনৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে ব্যবহৃত নানা ধরনের স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের ব্যবহার দেখি আমরা। যেমন, কর্ডোফোন বা তারবাদ্য, ফুঁ বা বাতাস দিয়ে বাজানো হয় এমন বাদ্যযন্ত্র বা এয়ারোফোন, চামড়া দিয়ে তৈরি তালবাদ্য বা মেমব্রানোফোন এবং ঘণ্টাজাতীয় ধাতব বাদ্য বা অটোফোন। প্রতিটি যন্ত্রের আওয়াজ আলাদা এবং তারা সব মিলিয়ে নিজস্ব একটি জৈবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

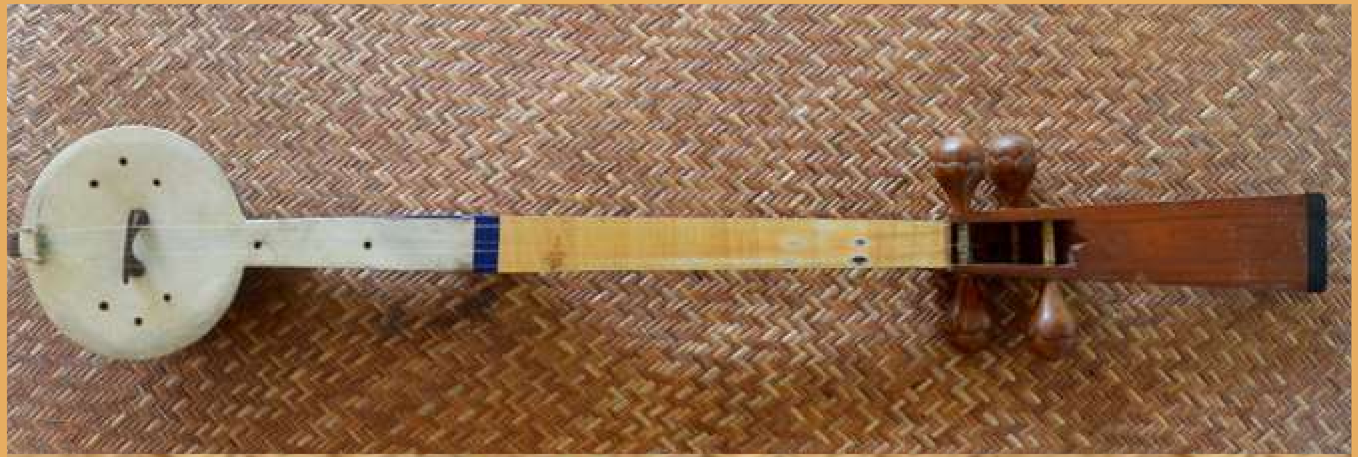

তারবাদ্য
(কর্ডোফোন)

বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাংলা কাওয়ালির মত বাংলার লোকগানের নানা ধারার গানের সঙ্গে সাধারণত একতারা, দোতারা এবং খমক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। আঙুল বা মেজরাব দিয়ে বাজানো তারবাদ্যগুলির পাশাপাশি রয়েছে কেঁদরি এবং সারিন্দার মত ছড় টেনে বাজানো হয় এমন বাদ্যযন্ত্রগুলি।

একতারা

একটা তার দেওয়া মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তোলা একতারা নামে বাদ্যযন্ত্রটি গ্রামবাংলার বাউলদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। লাউ বা কুমড়োর খোলের দুপাশে বাঁশের কঞ্চি গেঁথে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটি থেকে তৈরি হয় সুরের অনুরণন। তলা থেকে বাঁধা একটা তার নীচের খোলে লাগানো চামড়ার ফিতের সঙ্গে বাঁধা থাকে। তারটি খোল ফুঁড়ে উপরে উঠে গিয়ে বাঁশের কঞ্চির দুটি শীর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাউলরা এই বাদ্যযন্ত্রটিকে তুলনা করেন মানবদেহের সঙ্গে। এটা সবসময় একটা বিশেষ সুর বা নির্দিষ্ট স্কেলে বাঁধা থাকে।

নির্মাতা

তরুণ দাস	8670570515 (শান্তিনিকেতন, বোলপুর)
মানবেন্দ্র রায়	9002630055 (পানিখালি, নদীয়া)
অনিল দাস	8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

দোতারা

বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রটি বাউল-ফকিরি, ভাওয়াইয়া এবং ভাটিয়ালি গানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিম, কাঁঠাল এবং সেগুন কাঠ বেঁকিয়ে তৈরি হয় এই বাদ্যযন্ত্রটির খোল। যন্ত্রটির উপরিভাগ ঢাকা থাকে ছাগলের চামড়া দিয়ে। সাধারণভাবে দোতারা ১৮ - ২২ ইঞ্চি লম্বা হয়। এটা নির্ভর করে ফিঙ্গার বোর্ডে ব্যবহৃত স্টিল ও ব্রাস প্লেটের ওপর। তারগুলি তৈরি হয় স্টিল ও নাইলন দিয়ে। উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় সূক্ষ্ম মুগা সিল্কের সুতো। আগে দোতারা বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হত কাঠ অথবা প্রাণীর শিঙের প্লেকটার্ম বা কাঠি। এখন শুধু কাঠের প্লেকটার্মই ব্যবহৃত হয়। রুট-ফিফথ্-রুট-ফোর্থ (I-V-12-IV) নির্দিষ্ট স্কেলে দোতারা বাঁধা থাকে। প্রধান স্ট্রিংটি (12) প্রায়শই যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়।

নির্মাতা

তরুণ দাস	8670570515 (শান্তিনিকেতন, বোলপুর)
মানবেন্দ্র রায়	9002630055 (পানিখালি, নদীয়া)
নরেন্দ্রনাথ রায়	9609997397 (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি – ভাওয়াইয়া (দোতারার জন্য)
অনিল দাস	8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

খমক

খমকের আরেকটা নাম গাবগুবি বা আনন্দলহরী। এটা আঙুল দিয়ে বাজানো হয় এমন একটা বাদ্যযন্ত্র। বাংলার বাউলরা এটা বাজান। কাঁচা চামড়া বা নাইলনের দুটি তার একটা ওলটানো ড্রামের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরের প্রান্তটা একটা কাঠি অথবা কাঁচা চামড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়। তারের অন্য প্রান্ত টানটান করে বাঁধা থাকে অন্য প্রান্তের একটা ছোটো ওলটানো পিতলের ড্রামের সঙ্গে।। ছোটো ড্রামটি নানাভাবে টেনে বা ছেড়ে নানা ধরনের সুর ও তাল তৈরি করা যায়। ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি ডায়ামিটারের ড্রামটি তৈরি হয় আম কিংবা নিম কাঠ দিয়ে।

নির্মাতা

তরুণ দাস	8670570515 (শান্তিনিকেতন, বোলপুর)
মানবেন্দ্র রায়	9002630055 (পানিখালি, নদীয়া)
অনিল দাস	8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

সারিন্দা

উত্তরবঙ্গের তিন তারের একটা বাঁকানো তারবাদ্যের নাম সারিন্দা। এক টুকরো কাঠ খোদাই করে এটা তৈরি হয়। নীচের ধ্বনি ওঠার জায়গাটি ঢাকা থাকে একটা পাতলা ছাগলের চামড়া দিয়ে। বেশিরভাগ ভাওয়াইয়া গানে সংগত করার জন্য সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। এটা বাজানো হয় ঘোড়ার চুল দিয়ে বাঁধা একটা ছড় দিয়ে। এই তারবাদ্যে থাকে তিনটি স্ট্রিং। দুটি ধাতুর এবং একটি নাইলন অথবা সুতোর। তিনটি স্ট্রিং ফিফথ্-রুট-ফোর্থ (V-1- IV) একটা বিশেষ স্কেলে বাঁধা থাকে।

নির্মাতা

নরেন্দ্রনাথ রায় 9609997397 (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)
মানবেন্দ্র রায় 9002630055 (পানিখালি, নদীয়া)

কেঁদরি

কেঁদরি পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের ব্যবহৃত একটি দেশি বাদ্যযন্ত্র। এটা মূলত আদিবাসী ও ঝুমুর গানে ব্যবহৃত হয়। এটা তৈরি হয় ছাগলের চামড়া মোড়া একটা নারকেলের খোলার মধ্যে ছাতার একটা কাঠের হাতল ঢুকিয়ে। বাজানো হয় একটি ছড় দিয়ে। স্ট্রিংগুলি একটা বিশেষ স্কেলে বাঁধা থাকে এবং বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে স্কেল ও টোনগুলি বদলানো যায়।

নির্মাতা

মোহন পাত্র 9732318386 (সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

বানাম

বানাম একটি আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র যা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা ব্যবহার করেন। এটা মূলত চদর বদর (আদিবাসী পুতুল নাচ) এবং ঝুমুর গানে ব্যবহৃত হয়। কাঠের তৈরি বাদ্যটির ধ্বনি ওঠার জায়গাটা পশুর চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। এক বা দুটি তারের এই বাদ্যযন্ত্রটির দৈর্ঘ্য 1.5 ফুট। বাজানো হয় ছড় দিয়ে।

নির্মাতা

মিনটু হাঁসদা 9635031147 (যাদবগঞ্জ, পূর্ব বর্ধমান)

বাতাসবাদ্য

(এয়ারোফোন)

কিছু বাদ্যযন্ত্র একটা সুরেলা ধ্বনি তৈরি করে। এই ধরনের বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে আছে বাঁশি, সানাই ইত্যাদি।

বাঁশের বাঁশি

বাঁশি বাংলার একেবারে নিজস্ব বাতাসবাদ্য। এটা সাধারণত বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। বাংলার লোকগান এবং শাস্ত্রীয় সংগীত উভয়ক্ষেত্রেই বাঁশির ব্যবহার রয়েছে। বাঁশি বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি এবং ঝুমুর গানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাঁশের তৈরি বাঁশিগুলি সাধারণত ১০ - ৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয়, চওড়ায় ০.৫ – ২ ইঞ্চি। বাঁশির একদিক বন্ধ থাকে এবং তার কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকে ফুঁ দেওয়ার ছিদ্রগুলি। লম্বা বাঁশিগুলির আওয়াজ হয় গভীর এবং শব্দগুলি নিচু স্কেলে বাঁধা থাকে। ছিদ্রগুলি আঙুল দিয়ে বন্ধ করে বা খুলে বাঁশিবাদক সৃষ্টি করেন নানারকম সুর।

নির্মাতা

দীপঙ্কর রায় ডাকুয়া 9932257022 (ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)
অনিল মিত্র 9836927285 (আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা)

সানাই

সানাই একটা বাতাসবাদ্য যা বাজানো হয় ফুঁ দিয়ে। ভারতের লোকগান ও শাস্ত্রীয় সংগীত উভয়ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার আছে। পশ্চিমবঙ্গের ছৌ নাচে প্রায়শই সানাই ব্যবহৃত হয়। সানাই তৈরি হয় কাঠ দিয়ে, তার একদিকে থাকে দুটি রিড এবং অন্যদিকে থাকে একটি কাঠ অথবা ধাতুর উদ্দীপক ঘন্টা। সানাইয়ের ধ্বনিকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এই জন্য তা এখনও মন্দিরে বাজে এবং এটা ভারতীয় বিবাহের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

খাল

উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের এক আদিবাসী বাঁশির নাম খাল। এই বাঁশিতে ফুটে ওঠে জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দ। বিয়ে, উৎসব এবং পারলৌকিক অনুষ্ঠানে এই বাঁশি বাজানোর ঐতিহ্য রয়েছে। রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ এই বাঁশির সুর ভালোবাসেন। তাদের প্রায় সব অনুষ্ঠানেই থাকে নাচগান। খালের সুরে শুধু আনন্দই ফুটে ওঠে না, তাতে ধরা পড়ে যন্ত্রণাও। খালের বিষণ্ণ সুর মেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিষণ্ণতার সঙ্গে। শোকে ভেঙে পরা মানুষজন বিশ্বাস করেন, মৃতদেহ ফেলে রাখলে তাতে অশুভ আত্মা প্রবেশ করতে পারে। তাই খাল বাজানো হয়। খাল বানানো হয় জঙ্গলে পাওয়া যায় এমন এক বিশেষ ধরনের বাঁশ দিয়ে। এটা আবার হাতিদের প্রিয় খাদ্য।

চর্মবাদ্য

(মেমব্রানোফোন)

বাংলার বেশিরভাগ তালবাদ্যই ড্রামের ওপরে লাগানো চামড়া দিয়ে তৈরি। একেক ধরণের চর্মবাদ্যের আওয়াজ একেকরকম।

ঢোল

ঢোল বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় চর্মবাদ্য। একটি কাঠের ব্যারেল জাতীয় খোলের দুপাশে চামড়া দিয়ে ঢেকে এই বাজনা বানানো হয়। ব্যারেলটি আম কাঠের তৈরি, চামড়াটি ছাগলের। ব্যারেলের গায়ে সমান্তরালভাবে বাঁধা থাকে চামড়ার ফিতে। তার মধ্যে ঢোকানো থাকে ধাতব রিং। এই রিংগুলি টানটান বা আলগা করে আওয়াজের পরিবর্তন করা যায়। ঢোলের একদিকে তৈরি হয় খাদের আওয়াজ বা বাস সাউন্ড আর অন্যদিকে তৈরি হয় মাঝারি থেকে উঁচু পর্দার আওয়াজ। ঢোলের ডানদিক বাজানো হয় হাতের তালু ও আঙুল দিয়ে বাঁদিক বাজানো হয় ছোটো কাঠি এবং হাতের তালু দিয়ে। ঢোল আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব এবং বিয়ে ইত্যাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নির্মাতা

বিশ্বজিৎ দাস 9733837404 (হরিণঘাটা, নদীয়া)

অনিল দাস 8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

খোল

খোল বাংলার প্রাচীনতম তালবাদ্য। এটা ব্যারেলের মতো দেখতে অসম আকৃতির একটা ড্রাম, যার দুপাশের আকার আলাদা। খোলের কাঠামো তৈরি হয় মূলত মাটি দিয়ে। দুপাশ ঢাকা থাকে পাতলা চামড়ায়। কেন্দ্রটি টিউনিং পেস্ট-সহ চামড়ার দুটি স্তর দিয়ে আবৃত থাকে। স্থানীয়ভাবে একে বলে গাব। চামড়ার আচ্ছাদনগুলি বিনুনির মতো ৩২টি জায়গায় সমানভাবে বাঁধা থাকে। খোলের বড়ো দিকটিতে তৈরি হয় বাস সাউন্ড বা নিচু অথচ গভীর ধ্বনি, অন্যদিকে ছোটো দিকটিতে তৈরি হয় ট্রেবল সাউন্ড বা বেশি আওয়াজ। খোল বাংলা কীর্তনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কীর্তনাঙ্গ সুরের বাউল গানে প্রায়শই খোল বাজে। খোল ব্যবহৃত হয় ভাওয়াইয়া গানেও।

নির্মাতা

বিশ্বজিৎ দাস 9733837404 (হরিণঘাটা, নদীয়া)

অনিল দাস 8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

ঢাক

ঢাক বাংলার এক প্রবাদপ্রতিম বাদ্যযন্ত্র, যা ব্যবহৃত হয় নানা উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানে, বিশেষত দুর্গাপুজোয়। এছাড়াও ঢাক বাজে ছৌ, রায়বেঁশে এবং নাটুয়া নাচে। এটা তৈরি হয় একটা কাঠের ব্যারেল জাতীয় খোলার দুদিকে ছাগলের চামড়া মুড়ে। খোলের গায়ে চামড়ার ফিতেতে আটকানো ধাতুর রিংগুলির সাহায্যে চামড়াগুলি টানটান অথবা আলগা করা যায়। ঢাক বাজানো হয় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি একজোড়া কাঠি দিয়ে। এর আওয়াজ খুব চড়া।

নির্মাতা

বিশ্বজিৎ দাস 9733837404 (হরিণঘাটা, নদীয়া)

অনিল দাস 8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

ডুবকি

ডুবকি বাংলার বাউলদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি তালবাদ্য। একটা গোলাকার কাঠের ফ্রেমের একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা এই তালবাদ্যটির চামড়াটি ভিজিয়ে এর থেকে নানা আওয়াজ তৈরি করা যায়। যন্ত্রের তলাটি বাঁ হাত দিয়ে ধরে বাজাতে হয়। ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাজালে এবং চামড়ার টান অনুযায়ী আওয়াজের তফাৎ তৈরি হয়। চামড়ার টানে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে ডুবকিতে কলসিতে জল ভরার মতো একটা আওয়াজ তৈরি করা যায়। নিম অথবা আম কাঠের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটির ডায়ামিটার ৫/৬ ইঞ্চি।

নির্মাতা

তরুণ দাস	8670570515 (শান্তিনিকেতন, বোলপুর)
মানবেন্দ্রনাথ রায়	9002630055 (পানিখালি, নদীয়া)
অনিল দাস	8926201015 (রাণাঘাট, নদীয়া)

মাদল

মাদল পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের ছোটো ঢাক। যার কেন্দ্রটি টিউনিং পেস্ট-সহ চামড়ার দুটি স্তর দিয়ে ঢাকা। এটা দু-হাত দিয়ে বাজানো হয়। মাদল বাজে ঝুমুর গানের সঙ্গে। এছাড়াও এই বাদ্যযন্ত্রটি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসবের অঙ্গ। মাদলের বড়ো দিকটি থেকে ওঠে নিচু অথচ গভীর আওয়াজ অন্যদিকে ছোটো দিকটি থেকে ওঠে মাঝারি থেকে বড়ো আওয়াজ।

নির্মাতা

গঙ্গাধর রুইদাস	8016370363 (হাটাকল, পুরুলিয়া)
দুর্গাচরণ দাস	9002899975 (পারদ্দা, পুরুলিয়া)
রথু দাস	8293052463 (হাটাকল, পুরুলিয়া)
পূর্ণ রুইদাস	9932696595 (সিঁদরি, পুরুলিয়া)

ধামসা

ধামসা একধরণের ভারতীয় নাগরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। যার খোলটা কাঠ অথবা লোহার তৈরি। এই তালবাদ্যটি তৈরি হয় পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের পারদ্দা গ্রামে। ধামসা নানা আকারের হয়, গানের সঙ্গে একটা বা দুটো বাজে। বাজাতে লাগে দুটি লাঠি। ধামসার আচ্ছাদনটি তৈরি হয় গরু অথবা মহিষের চামড়া দিয়ে। এটা নিচু অথচ গভীর একটা আওয়াজ তৈরি করে। এটা প্রায়শই অন্য ড্রামগুলির সঙ্গে বাজে। ধামসা ছৌ নাচ ও ঝুমুর গানের এক অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র।

নির্মাতা

গঙ্গাধর রুইদাস	8016370363 (হাটাকল, পুরুলিয়া)
দুর্গাচরণ দাস	9002899975 (পারদ্দা, পুরুলিয়া)
রথু দাস	8293052463 (হাটাকল, পুরুলিয়া)
পূর্ণ রুইদাস	9932696595 (সিঁদরি, পুরুলিয়া)

ধাতুবাদ্য
(অটোফোন)

বাংলার লোকগান ও নাচে মন্দিরা, করতাল, ঘুঙুর জাতীয় যেসব ধাতব বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি মূলত অটোফোন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। দুটি ধাতুর সংঘর্ষে এর থেকে আওয়াজ তৈরি হয়।

মন্দিরা

মন্দিরা ঘণ্টার মতো দেখতে একজোড়া বাদ্যযন্ত্র। বাংলার বাউল ও কীর্তনে চড়া আওয়াজের কাঁসা ও পিতলের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। আওয়াজ নির্ভর করে বাদ্যযন্ত্রগুলির আকার এবং ওজনের ওপর।

ঘুঙুর

ঘুঙুর কিংবা ঘুঙরু হচ্ছে একগুচ্ছ ছোটো ধাতব ঘন্টা জাতীয় বাদ্য। বাংলার বাউল বা ছৌ নৃত্যশিল্পীরা এগুলি পায়ের গোড়ালিতে বেঁধে গান করেন এবং নাচেন। এগুলি তৈরি হয় পিতল বা মিশ্র ধাতু দিয়ে। একটি ঘুঙুরে থাকে ৫০ থেকে ২০০টি ঘন্টা।

খোরকুটো

খোরকুটো হল একটি সাধারণ বাঁশের বাজনা যা বিশেষভাবে চদর বদরে (আদিবাসী পুতুল নাচ) ব্যবহার করা হয়। এটি আড়াই ফুট লম্বা শুকনো বাঁশের একটি টুকরো যা কাঠ বা বাঁশের অন্য একটি টুকরো দিয়ে বাজানো হয় যাতে একটি শব্দ তৈরি হয়।

নির্মাতা

লোকশা হেমব্রম 7865853526 (ওয়ারিশপুর, পূর্ব বর্ধমান)

পাহাড়ের বাদ্যযন্ত্র

তুম্বক বা তুংবক লেপচা সম্প্রদায়ের এক ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র। এটা তৈরি হয় ২ ফুট লম্বা এক টুকরো নরম কাঠ খোদাই করে। একটা ফাঁপা বাক্স ছাগলের চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর সেই চামড়ার গায়ের তিনটি ছিদ্র করা হয়। তার মধ্যে দিয়ে ব্রিজের মত তিনটি স্ট্রিং দুদিকে সংযুক্ত করা হয়। এখন স্ট্রিংগুলি নাইলনের হয় কিন্তু আগে তা তৈরি হত বিচুটি পাতার দড়ি দিয়ে। এটা সাধারণত একটা বাঁশের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বাজনাটির সঙ্গে অনেক সময় একটা কাপড়ের ব্যান্ড বাঁধা থাকে। বাজানোর সময় বাজনদার তা গলায় ঝুলিয়ে নেন।

নিমব্রয়েক প্লিথ লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষদের এক ঐতিহ্যবাহী বাঁশি। এটা তৈরি হয় দুটি বাঁশের বাঁশি পাশাপাশি একসঙ্গে যুক্ত করে, যা একটাই সুর তৈরি করে। প্রতিটি বাঁশি ১ফুট লম্বা এবং এতে রয়েছে ৬টি গর্ত। আঙুল দিয়ে বিভিন্ন গর্তগুলি ঢেকে এটা বাজাতে হয়।

বম্ফাটায়ুট একধরণের একছিদ্রয়ালা লেপচা বাঁশি যা বাজান হয় পাখির আওয়াজ তৈরি করার জন্য। এই ছোটো বাঁশের পাইপগুলি নানা আকারের হয়। গানে পাখির ডাক অথবা নানা ধরনের সাউন্ড এফেক্ট আনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বম্ফাটায়ুট প্রাথমিকভাবে জঙ্গলে সিগন্যাল দেওয়া ও স্বল্প দূরত্বের যোগাযোগের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল।

পোপাটেক এক ধরনের টিউব জাতীয় পারকাসান। এটা সাধারণত লেপচারা মাঠ থেকে পাখি ও জীবজন্তু তাড়াতে ব্যবহার করেন। এখন এটা বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা এক হাতে ধরে অন্য হাতের তালু দিয়ে নির্দিষ্ট ছন্দে তাল দিয়ে বাজাতে হয়। গানের ছন্দ বজায় রাখার জন্যও পোপাটেক ব্যবহৃত হয়।

নির্মাতা
আনন্দ লেপচা   6295568155 / 7576753185 (লোয়ার সন্তুক, কালিম্পং)

দাম্ফু

তামাং সম্প্রদায়ের প্রধান বাদ্যযন্ত্র দাম্ফু। এটা চাকতির আকারের দুদিকে বাজানো যায় এমন একটা ড্রাম, দেখতে অনেকটা তাম্বুরিনের মতো। দাম্ফুর শীর্ষে অনেক সময় একটা কাঠের পাখি আটকানো থাকে। বাজানোর সময় মনে হয় এটা দাম্ফুর তালে তালে নাচছে। এই বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ধরনের কাহিনি। কথিত আছে পেং দোরজি নামে তামাং সম্প্রদায়ের এক পূর্বপুরুষ একদা একটা সুন্দর হরিণ মেরে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রাণীটিকে দেখে তার স্ত্রী দুঃখে ভেঙে পড়েন। পেং নানাভাবে তার মন ভোলাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একদিন তিনি বাড়িতে এক টুকরো কাঠ নিয়ে এলেন। সেটা লম্বায় ৪ ফুট, গোলাকৃতি ও চওড়ায় ৪ ইঞ্চি। তার ফ্রেমে একটা ছাগলের চামড়া ৩২টা গজাল দিয়ে আটকে তিনি একটা বাদ্যযন্ত্র বানালেন। গান গেয়ে ঈশ্বর বন্দনা শুরু করলেন পেং। তার পূর্বপুরুষ ও বনের সব পশুপাখিরা সেই গানের সুরে নাচতে শুরু করল। দুঃখ ভুলে তার স্ত্রীও যোগ দিলেন তাতে। দানফা নামে একটি পাখি এত সুন্দর নাচ করল যে দোরজি তার নামে বাদ্যযন্ত্রটির নাম দিলেন দাম্ফু। খুব তাড়াতাড়ি তা হয়ে উঠল তামাংদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নির্মাতা
কুমার তামাং   6294544186 (লোলেগাঁও, কালিম্পং)

তুংনা

দাম্ফুর সঙ্গে তামাংদের নববর্ষ বা ফসল কাটার মতো সব শুভ অনুষ্ঠান ও উৎসবে বাজানো হয় এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র হল তুংনা। এই বাদ্যযন্ত্রটির রয়েছে ৪টি তার। সেগুলি একটা ফাঁপা বাক্সের ওপর দুপ্রান্তে ব্রিজের মতো আটকানো থাকে। ফাঁপা বাক্সটি ঢাকা থাকে ছাগলের চামড়া দিয়ে।

নির্মাতা
কুমার তামাং   6294544186 (লোলেগাঁও, কালিম্পং)

বাদ্যনির্মাতাদের কথা

তরুণ দাস - বোলপুরের শান্তিনিকেতনের বাদ্যনির্মাতা তরুণ দাস, ফিনিশড দোতারা, একতারা এবং খমকের জন্য সুপরিচিত। শান্তিনিকেতনেই তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। ছোটোবেলা থেকেই বাউলদের বহু বাজনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই পরিচয় আরও গভীর হয়েছে। বাদ্যনির্মাণকেই তিনি তাঁর একমাত্র জীবিকা করেছেন। তরুণের তৈরি বাদ্যযন্ত্রগুলি বহু বাউল এবং শহরের শিল্পীরা ব্যবহার করেন। শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটিতে তাঁর নিজের দোকান আছে। ঐতিহ্যবাহী দোতারা ছাড়াও তিনি নানা আকার ও ধরনের দোতারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নরেন্দ্রনাথ রায় - ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের জনজীবনের সঙ্গে জড়িত একটি লোকগানের ধারা। এর সঙ্গে বাজে দোতারা, সারিন্দা ইত্যাদি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির নরেন রায় দোতারা এবং সারিন্দা নির্মাতা হিসেবেই পরিচিত। বাদ্যযন্ত্র বানানো ছাড়াও তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও', শিলিগুড়ির সঙ্গে যুক্ত একজন গ্রেডপ্রাপ্ত দোতারা শিল্পী। চমৎকার ফিনিশ ও অনবদ্য আওয়াজের জন্য বেশিরভাগ পেশাদার দোতারা ও সারিন্দা শিল্পীরা তাঁর নির্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করেন। নিজের বড়ো ছেলে গোপালকেও তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, সে তাঁর সঙ্গেই কাজ করে।

অনিল দাস - নদীয়ার আড়ংঘাটার অনিল দাস বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের বড়ো উদ্যোগীদের অন্যতম। তাঁর নিজের ওয়ার্কশপ আছে। কয়েক প্রজন্ম ধরেই তারা এই ব্যাবসায় আছেন। ঢাক, ঢোল, দোতারা, একতারা, তবলা ইত্যাদি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন তারা। নিজেদের পরিবারের চারজন ছাড়াও আরও ছয়জনকে একাজে নিয়োগ করেছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মুম্বাই ইত্যাদি নানা জায়গায় তিনি বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করেন। একজন রপ্তানিকারকের মাধ্যমে তিনি বিদেশেও বাদ্যযন্ত্র পাঠান।

মানবেন্দ্র রায় - নদীয়ার পানিখালি দোতারা তৈরির জন্য বিখ্যাত। মানবেন্দ্র রায় এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রবীণ বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা। তাঁর পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরেই বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের জন্য সুপরিচিত। খুব অল্প বয়সেই বাংলাদেশের মাণিকগঞ্জ থেকে তিনি বাবার সঙ্গে এদেশে আসেন এবং বাবার সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন। চমৎকার ফিনিশড দোতারা ছাড়াও মানবেন্দ্র একতারা, খমক, ডুবকি এবং সারিন্দাও বানান। নিজের ছেলে মিন্টু রায়কেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি, এখন সেই তাঁর ব্যাবসা দেখভাল করেন। সম্প্রতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের বাজারকে তিনি আরও প্রসারিত করেছেন।

অনিল মিত্র - উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আগরপাড়ার অনিল মিত্র পশ্চিমবঙ্গের অল্প কয়েকজন বাঁশি নির্মাতাদের অন্যতম। তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে বাংলাদেশে। ৭-৮ বছর বয়সে রথের মেলা থেকে একটা বাঁশের বাঁশি কিনে তিনি লোকসুর বাজানো শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি চলে আসেন ভারতে। বসবাস শুরু করেন উত্তর ২৪ পরগনায়। পরিবারের চূড়ান্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনয় বোসের কাছে বাঁশি বাজানো শেখেন। স্নাতক হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন বাঁশি বানানোকেই জীবিকা করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন একজন পেশাদার বাঁশি নির্মাতা। এখন বহু পেশাদার বংশীবাদকই তাঁর নির্মিত বাঁশি ব্যবহার করেন।

দীপঙ্কর রায় ডাকুয়া - দীপঙ্কর রায় ডাকুয়া ভাওয়াইয়া গানের দক্ষ বাঁশি শিল্পীদের অন্যতম। বাঁশি বাজানো এবং বাঁশি বানানো দুটি কাজেই তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা। নিজের বাড়ি ময়নাগুড়িতে তাঁর একটা ছোটো ওয়ার্কশপ আছে। তিনি অনলাইনেও বাঁশি বানানোর অর্ডার নেন।

বিশ্বজিৎ দাস - ঢোলবাদক বিশ্বজিৎ দাস একইসঙ্গে একজন বাদ্যনির্মাতা। তিনি বাজনা বানানো শিখেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। পারিবারিক ব্যাবসাকে এখন তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গেছেন। বাংলার নানা জায়গা ছাড়াও বিশ্বজিৎ মুম্বাই, দিল্লি, আসাম থেকেও অর্ডার পান।

19
84

www.rcchbengal.com

www.facebook.com/RuralCraftandCulturalHubs

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal